বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন ২০২৬-২০২৭
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনী নীতিমালা

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত নির্বাচনী নীতিমালা ঘোষণা করা হলো

১। (ক) নির্বাচনের নিমিত্ত প্রতিটি মনোনয়ন ফরম ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২০০/- (দুই শত টাকা) টাকা মূল্যে (অফেরতযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে।

(খ) ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত ফি-সহ (অফেরতযোগ্য) মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর আর কোনো মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করা হবে না।

(গ) বাছাই শেষে ১৯শে ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা ১টা থেকে ১-৩০ টার মধ্যে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

(ঘ) প্রার্থী তালিকায় কারো কোনো বক্তব্য/ অভিযোগ থাকলে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ২টা থেকে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। ৩-৩০ টার পর কোনো শুনানি গ্রহণ করা হবে না। শুনানিতে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের অবশ্যই বেলা ২টা থেকে শুনানি কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে। শুনানি শেষে নির্বাচনকমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঙ) ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫-৩০ টার মধ্যে যে কোনো প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(চ) ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

(জ) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ ছাড়া সভাপতি/ সহ-সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকসহ বিভাগীয় সম্পাদক পদে পূর্বে পর পর দু'বার একই পদে নির্বাচিত হয়ে থাকলে উল্লিখিত পদে তিনি তৃতীয়বার নির্বাচন করতে পারবেন না। তবে তিনি অন্য পদে নির্বাচন করতে পারবেন। তৃতীয়বার একই পদে কেউ প্রার্থী হলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদের ক্ষেত্রেও এ-ধারা প্রযোজ্য হবে না।

২। নিবন্ধিত জীবনসদস্য কেবলমাত্র একটি পদের জন্য মনোনয়ন ফরম গ্রহণ ও প্রার্থী হতে পারবেন।

৩। গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অফেরতযোগ্য মনোনয়ন ফি ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা), সহ-সভাপতিসহ বিভাগীয় পদের অফেরতযোগ্য মনোনয়ন ফি ৩০০০/- (তিন হাজার টাকা) টাকা এবং সদস্য পদের অফেরতযোগ্য মনোনয়ন ফি ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) টাকা পরিশোধ করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া যাবে।

৪। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২০২৬-২০২৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ঢাকার প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। অন্যান্য পদে নিবন্ধিত জীবনসদস্যগণ নির্বাচন করতে পারবেন।

৫। সাধারণ সদস্যদের চাঁদা কয়েক বছর বাকি থাকায় সাধারণভাবে তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে না। তবে যেসব সাধারণ সদস্য ৫ ডিসেম্বর ২০২৫'র মধ্যে বকেয়া চাঁদা কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার টাকা) টাকা পরিশোধ করবেন; অ্যালামনাইয়ের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা জীবনসদস্যে রূপান্তরিত হবেন। তবে সম্মিলনে তাৎক্ষণিক উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন করলে তাঁদের ভোটাধিকার বহাল থাকবে। জীবনসদস্যগণ ৫ ডিসেম্বর ২০২৫'র মধ্যে সম্মিলনে নিবন্ধিত হলে ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। নিবন্ধিত সদস্যের **চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা ২টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে।**

৬। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫'র মধ্যে নতুন জীবনসদস্য ও সম্মিলনের জন্য নিবন্ধিত হবেন তাঁরাও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং প্রার্থী হতে পারবেন।

৭। জীবনসদস্যগণ নিজস্ব আইডি কার্ড প্রদর্শনপূর্বক ভোটপ্রদান করতে পারবেন।

৮। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ১২-৩০ মি. থেকে নির্বাচনকমিশন কার্যকরী অধিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নির্বাচন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অ্যাডভোকেট এলিনা আখতার খান
জীবনসদস্য ৬৬
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

প্রফেসর ড. মো. আবুল হাসান চৌধুরী
জীবনসদস্য ৭৫
নির্বাচন কমিশনার

প্রফেসর ড. মো. আবদুল মজিদ
জীবনসদস্য ৪৪২
নির্বাচন কমিশনার